সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : দুই বাংলার অভিন্ন শিকড়

শাফিন রাশেদ

হুমায়ূন আহমেদের পর এবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চলে গেলেন না ফেরার দেশে।দুই বাংলার অভিন্ন শিকড়ের বটবৃক্ষ সমান এই মানুষটি সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ৭৮ বছরে এসে তিনি কি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলেন ? নাতো ! বরং লেখালেখিতে ইদানীং তিনি ছিলেন আরও বেশি প্রবহমান ।

শিকড় এক হলেও দুই বাংলার বাঙালিরা গত ৬৫ বছর ধরে রাজনৈতিক ভাবে আলাদা।রাজনীতিকরা যা পারেন না, কবি-সাহিত্যিকরা বারবার তা করে দেখান। বঙ্কিমের বোধের প্রকাশটা বিতর্কীত হলেও ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সম্পর্কের সেতুবন্ধ। দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই সেতুটি এখন ছিন্ন হয়ে গেল।

ফরিদপুরে জন্ম নেয়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২/১ বছর পর পরই বেড়াতে আসতেন বাংলাদেশে। আসতেই তো হবে, জন্ম-মাটির টান তিনি কি করে এড়াবেন ? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সদ্যপ্রায়ত হুমায়ূন আহমেদের বিশেষ বন্ধু। ঢাকা আসলেই দুই বন্ধু মিলে আড্ডায় মেতে উঠতেন নূহাশ পল্লীতে। এমন কি, বন্ধুর ডাকে বন্ধুর বড় মেয়ে নোভার বিয়েতেও তিনি উপস্থিত না থেকে পারেন নি। কি আশ্চর্য ! বাংলা সাহিত্যের এই দুই কীর্তিমান আজ আমাদের থেকে দূরে, চির নির্বাসনে ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমত কবি। তাঁর অনেক কবিতা আজ বাঙালি তরুণদের মুখে মুখে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে শেরে বাংলা মেডিকেলের খোলা সবুজ চত্বরে, সন্ধ্যার এক রহস্যময় আলো-আধারিতে অগ্রজ এক কবি-বন্ধু ফ ম সিদ্দিকী শুনিয়েছিলেন ‘ কেউ কথা রাখেনি ’ কবিতাটি । সেই থেকে আজও আমি সুনীলের আশেপাশে হাঁটি । গভীরতা বাড়াতে গিয়ে কবিতাকে যারা জোড়া-বর্ণের ধাঁধা বানিয়ে ফেলেছেন, তাদের উচিত সুনীলকে আবার পাঠ করা। কী সরল, কী শক্তিময়, কী আবেগময় !

কবিতার পাশাপাশি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক সময় শুরু করলেন কথাসাহিত্য । তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস পূর্ব-পশ্চিম, সেই সময়, প্রথম আলো, সোনালী দঃখ, অগ্নিপুত্র তাঁকে আমাদের মাঝে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবে নিঃসন্দেহে। উল্লেখ্য যে, উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম' এর একটা বড় অংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর। সেই অর্থে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন কলম-যোদ্ধাও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে অনেক চলচিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'মনের মানুষ' অন্যতম। মানের দিক থেকে সুনীলের ছোটগল্পও অসাধারণ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতা এ রকম- সখি, আমার পায়ের তলায় শস্যে, আমি বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী। সুনীল সত্যি সত্যি চলে গেলেন অন্য ভ্রমণে, যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। হুমায়ূন আহমেদের পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা নির্বাক, নিথর ও শোকাহত। এরপর আমাদের স্বপ্ন দেখাবে কারা ?

Email : safinrashed@hotmail.com